শৌচাগার তৈরি করতে গিয়ে হিংসার বলি

ঘাটপতিলা, পারুইপাড়া, বাগদা ব্লক, উত্তর ২৪ পরগনা

বাগদা ব্লকের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলির সার্বিক স্বাস্থ্যবিধানের চিত্রে যে পরিকল্পনীয় পরিবর্তন এসেছে গত দু-তিনবছরে এর মূলে রয়েছে এই আদিবাসীদেরই অভাবনীয় দান।

এমন এক ভয়ঙ্কর ঘটনার সাক্ষী ঘাটপাতিলা পারুইপাড়ার বাসিন্দারা। শবরপাড়ার বাসিন্দারা কিছু আদিম অভ্যাস আকঁড়ে এখনও বেঁচে আছে। শিকার করা জন্তুর মাংস পুড়িয়ে খাওয়া থেকে শুরু করে, খোলাস্থানে শৌচকর্মে যাওয়া - এরা এখনও পরিত্যাগ করতে পারেনি। বিবর্তন বা পরিবর্তনের ছোঁয়া থেকে এরা বহু দূরে। ২০১৪-১৫ সালেও এই শবরপাড়ার চিত্র এহ রকমই ছিল। এমতাবস্থায় গৃহবধূ বীণা শবরের জেদ চাপে শৌচাগার বানাবে। তার এই জেদের মূলে রয়েছে, এলাকার স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মহিলাদের স্বাস্থ্যসচেতনতা বিষয়ক কর্মসূচি। তিনি শত দারিদ্রের তাড়না থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে আপোস করতে রাজি ছিলেন না। মদ্যপ স্বামীর থেকে লুকিয়ে, সংসারের দৈনন্দিন খরচা থেকে বাঁচিয়ে তিনি ৯০০ টাকা জমিয়ে স্বচ্ছতাদূতের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সন্মানের সাথে বাঁচার লক্ষ্যে, সুস্থ্য ভাবে বাঁচার লক্ষ্যে। তাঁর ইচ্ছাপূরণ হয়েছিল তিনমাসের মধ্যেই প্রশাসনিক সহযোগিতায়, তবে তাঁর ইচ্ছানুসারে তার পরিবারের সকলে এখন শৌচাগার ব্যবহারও করছে। শুধু তিনি শৌচাগার ব্যবহার করতে পারেনি একবারও।

যে দিন স্বচ্ছতাদূতের হাতে টাকা তুলে দিয়েছিল সে দিনই তার স্বামী মদ্যপ অবস্থায় টাকা চেয়ে বসে বীণার কাছে। বীণা বলেন যে টাকা তিনি জমিয়েছেন এতদিন ধরে তা দিয়ে গড়া হবে শৌচাগার, তার মদ কেনার জন্য এই টাকা তিনি জমাননি। স্ত্রীর কাছে টাকা না পাওয়ায় ক্ষোভে, প্রতিহিংসায়, রাগে ক্রমশ বাঁশ দিয়ে আঘাত করতে থাকে বীণা শবরকে। রক্তাক্ত বীণা মৃত্যুবরণ করেনে বিনা প্রতিবাদে। বীণা শবর রেখে যান তার সন্তানদের জন্য এক বিজ্ঞানসম্মত শৌচাগার, অত্যন্ত সাধারণ আদিবাসী এই গৃহবধূর শৌচাগার ব্যবহারের তাগিদ ও তার মনের জোরের ফল এই শৌচাগার, যা কিনা সমস্ত গ্রামবাংলার কাছে এক দৃষ্টান্ত।

মিশন নির্মল বাংলা
আমাদের প্রতিজ্ঞা। আমাদের গর্ব।